চরভদ্রাসনে পরীকাহিনী

পাপড়ি রহমান

চরভদ্রাসনে পরীকাহিনী এখন আর নতুন কিছু নয়। দু-চারটা পরীধরা কেস নিয়ে লোকজন ফি বছরই ছোটাছুটি করে। কলিমুদ্দির অথবা রমজানের পর জলিমুদ্দি, এভাবে পরীর খপ্পরে পড়া পুষেরা সংখ্যায় প্রতুল হতে শু করে। কিন্তু দেখা য ায় এ বিষয়ে কেউ কোনও সাবধানতা অবলম্বন করেনা। সকলের ধারণা চরভদ্রাসনের পুষদের পরীরা নেক নজরে দেখে। আশ্চর্যের কথা হলো বিষয়টি তারা সহজভাবে মেনে নেয় এবং নিয়ে কখন কেউ কোন প্রাও তোলে না। শোনা যায় চরভদ্র াসনে পরীধরা ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল বহুবছর পূর্বে। ঘুটঘুটে অন্ধকার একরাতে। সে রাতে নিদ্রাপরীর নাকি বেড়ানোর প্রচণ্ড ইচছা হয়েছিল। ফলে নিদ্রাপরী তার ধূসর ডানা দুটো মেলে আসমানে উড়তে শু করে। উড়তে উড়তে সে উত্তরে য ায়। দক্ষিণে যায়। পূর্বে যায় পশ্চিমেও যায়। কিন্তু পশ্চিমে যাওয়া মাত্রই নাকি বিপত্তি ঘটে। মেঘরাজ্যের রাক্ষুসী নাক্কেরী তখন পশ্চিমে গভীর ঘুমে মগ্ন ছিল। নিদ্রাপরীর ডানার শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। এতে করে সে মহা রাগান্বিত হয়ে জে ারেশ্বাস ছাড়ে। নাক্কেরীর তপ্তশ্বাসে তখন নিদ্রাপরীর ডানার খানিকটা ঝলসে যায়। ফলে নিদ্রাপরী উড়ে চলার ক্ষমতা হা রিয়ে ফেলে। তখন চরভদ্রাসনে বট, পাকুড় নাকি অশ্বত্থের কোনো ডালে সে নেমে পড়ে। আর সেই বৃক্ষের সন্নিকটেই কী না এক নিশি পাওয়া যুবক পায়চারী করছিল। নিদ্রাপরীকে দেখে সে তৎক্ষণাৎ তার প্রেমে পড়ে যায়। নিদ্রাপরীও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এরপর থেকে সে প্রতি রাতেই যুবকের সান্নিধ্যে আসে। এবং তাদের প্রণয়লীলা চলতে থাকে। যুবকের ওহেন কাণ্ডে নাক্কেরী মোটেও সন্তুষ্ট হতে পারেনি। ফলে তার রোষানলে চরভদ্রাসনের লোকেরা আজ অব্দিও আক্রান্ত হয়। ন াক্কেরী সজোরেশ্বাস ফেলামাত্র চরভদ্রাসনের বাতাস গতি বদল করে। অর্থাৎ মৃদুমন্দ বাতাস তখন ক্ষিপ্রবেগে ধায়
এমনই এক তীব্র হাওয়ার রাতে চরভদ্রাসনের লোকেরা অস্থির বোধ করে। তাদের চোখ থেকে ঘুম উধাও হয়। রাত্রি দ্বি-প্রহর বা তারও কিছু আগে বা পরে তারা ঘর ছেড়ে বাইরে আসে। অতঃপর তারা আতিপাতি করে কি যেন তালাস করে। প্রথমত অনুমিত হয় তস্করের দল হয়তো তাদের সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছে। কিন্তু তাদের চোখেমুখে তো সব হারানোর বেদনা স্পষ্ট নয়। অচিরেই প্রশ্ন জাগে এমনতর উদগ্রীব হয়ে তারা তবে কিসের তালাশে রত? তাদের তালাশ প্রক্রিয়া ক্রম াগত চলতে থাকলে সবকিছু সরব হয়ে ওঠে এবং তাদের তালাশ প্রক্রিয়া সন্ধ্যামালতীর ঝোঁপ, ঢেঁকিশাকের কুণ্ডলী পাক ানো জঙ্গল, থানকুনি পাতায় ছাওয়া মাঠ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এতেও তারা নিরস্ত হয়না। বরং আরো তৎপরতার সঙ্গে অনুসন্ধান চালায়। তখন চরভদ্রাসনের যাবতীয় মাঠ, ঘাট, শস্যক্ষেত্র এমনকি গোয়াল ঘরের আনাচ কানাচ পর্যন্তও তারা চষে ফ্যালে! অতঃপর তারা ডুমুর অথবা কদমতলা, বকুলবৃক্ষের ঘনছায়ার আলো হাতে হেঁটে যায়। আলো বলতে টিম টিম করে জ্বলা হেরিকেন। যার চিমনী জুড়ে ঘন কালির প্রলেপ । ফলে আলোর শিখা সেই কালির ভেতর আটকে পড়ে থ াকে। এতে করে সেই সরব রাত অচেনা, ভুতুড়ে আলোর ভেতর বন্দী হয়ে পড়ে। অবশ্য হেরিকেন ছাড়াও দু-চারজনের হ াতে দেখা যায় দুই বা চার ব্যাটারীর টর্চ খুবই সন্তর্পনে তারা সেসব জ্বালায় আর নেভায়। ফের জ্বালায়। ফের নেভায়। আলোর এমত ওঠানামায় তখন ঘোর সন্দেহ দানা বাঁধে। চরভদ্রাসনের লোকেরা অতি সাবধানতায় কি অনুসন্ধান করে? কোন গুপ্তধন নাকি সাপের মাথার মনি? কিন্তু গোপন কোন বিষয়ে এত লোকের সমাগম-তাহলে তো বিপদ সমাসন্ন। স াপের মনি অথবা গুপ্তধনের খোঁজে এতো লোকজন গভীর রাতে- তাই বা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য? আর সাপের মাথার মনি- সে নাকি সাত রাজার ধন। সে ধনের সন্ধান কেউ পেলে সে নাকি দুনিয়াদারীর বাদশা হয়ে ওঠে! তা এত লোক একযে

াগে বাদশা হতে চাইলে তো বিপদের কথা! তবে ভরসা হলো মা মনসার নাতি পুতিরা অতোটা হদ্দ বোকা নয়। তারা কিনা কালে ভদ্রে ওই অমূল্যরতন মাটিতে ফ্যালে। আর মাটিতে ফেললেও অতিমাত্রায় সতর্ক থাকে। ফলে কে যে কখন কোথা থেকে ফোঁস করে উঠবে বলা মুশকিল। লোকজন যখন এমন সব ভাবনায় মজে আছে তখনই কিনা সত্য ঘটনা প্রক াশ হয়ে পড়ে!

চরভদ্রাসনের লোকদের পায়ের তলায় এখন শুকনো পাতার মিহি মর্মর। নির্ঘুমতার কারণে তাদের চোখের পাতা আরো খানিকটা ফুলে উঠেছে এবং তাতে জলজ ভাব স্পষ্ট। এসব সত্বেও তারা উদ্বেগ চেপে রেখে ফিসফিসিয়ে বলে--

'শালার ব্যাটা গেল কুনহানে রে!

এইসব দেখে শুনে মনে হয় ঘটনা হয়তো এখনো গোপন। লোকজনের ফিসফিসানো, খোঁজাখুজির কোলাহলে মা মনসার নাতিপুতিরা সাবধান হয়ে ওঠে। অর্থাৎ তারা দ্রুত গর্তে লুকিয়ে পড়ার জন্য ব্যাকুল হয়। তখনই সাপের মনি বিষয়ক সন্দেহের যবনিকা ঘটে। কিন্তু বাতাস কেন যে ফের ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে! আর বাঁশঝাঁড়ে শোনা যায় শনশন শব্দ। চরভদ্র াসনের লোকদের কাছে তবুও প্রায় কিছুই স্পষ্ট হয় না। বাতাসফের পাগলা ঘোড়া হয়ে ওঠে। তার খুরের তীব্রগতি বঁ াশপাতার ধারালো কিনারা ছিঁড়ে খুঁড়ে ফ্যালে। কিন্তু কিছুতেই তা শিরা উপশিরা পর্যন্তপৌঁছতে পারে না। ফলে অবিকৃত পাতার স্তুপ বুকে ঠেসে বাঁশগুলো সামান্য হেলে অথবা সটান আকাশচারী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওইসব সটান বা হেলানে া বাঁশের ফাঁক গলিয়ে চরভদ্রাসনের লোকেরা তখন আরো কিছু অনুসন্ধান করে। ফলে তারা আগ্রহ ভরে রাতের আক াশের দিকে তাকায়। হয়তো তারা আকাশের গায়ে জোছনা কতোটা ছলকে পড়েছে তাই অনুমান করার চেষ্টা করে। ঠিক এই সময়ে অনুধাবিত হয় যেএ রকম উৎকণ্ঠা নিয়ে তারা এর আগেও কি যেন তালাশ করেছে। এটা স্পষ্ট হওয়া মাত্রই সবকিছুই যেন সহজ হয়ে ওঠে। সাপের মাথার মনি, গুপ্তধনের সন্ধান অথবা চান্নি দেখার অভিলাষ ইত্যাদি সবই তাহলে নিছক মনগড়া কাহিনী মাত্র। আর আলোর সমুদ্দুরে ডুবে, ভেসে অথবা সাঁতার কেটে সাপের মনি খুঁজে ফেরার মতো অ াহাম্মক অন্তত তারা নয়। ফলে এ কথা তক্ষুণি চাউর হয়ে যায় যে চরভদ্রাসনে ফের পরীকাহিনীর সূত্রপাত ঘটেছে। অ াসলে এ কথা সর্বাংশেই সত্য। চরভদ্রাসনের লোকেরা রাত ভর নির্ঘুম থেকেছে আমজাদ আলীর অন্তর্ধানের কুলকিনারা করতে। অর্থাৎ আমজাদ আলীর খোঁজেই তারা এতোটা সময় ক্ষেপণ করেছে। এবং আমজাদ আলীর তালাশেই তারা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে সন্ধ্যামালতীর ঝোঁপ। কদম বা ডুমুর তলায় বকুলের ঘনছায়ার তারা আলো ফেলেছে আমজাদ আলীর অনুসন্ধানেই। তা আজাদ আলীরওপর কেন পরীর আছর হলো- এটাও তাদের জন্য ভাববার বিষয় বটে। আমজাদ অ ালী-- যে কি-না দীর্ঘ পাঁচ বৎসর প্রবাসে ছিল। সদ্য দেশে ফেরা আমজাদ আলীর ত্বকে এখনো ইতালীর লাবণ্য। লোমের গোড়ায় গোড়ায় পারফিউম, লোশন, কোলনের ভুরভুরে সুগন্ধ। প্রবাসের নিঃসঙ্গ জীবন আমজাদ আলীর কাছে কখনই সহনীয় ছিল না। ফলে দেশে ফিরেই সে বিয়ের জন্য তোড়জোড় বেঁধেছে। দোকানের মাল বাছাই করার মতো পাত্রী বাছ াই করেছে। এখন ঘরে পরমা সুন্দরী স্ত্রী নয়না। আর সেই স্ত্রীকে ফেলে কি-না বিয়ের সাতদিনের মাথায় আমজাদ আলী নিখোঁজ! চরভদ্রাসনের লোকদের তাজ্জব বনে যাওয়ার মতন ঘটনাই বটে। খুব সম্ভবত নয়নার কথা ভেবেই তারা আমজ াদ আলীকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে চলেছে। লাঙ্গল দিয়ে উল্টেপাল্টে জমি চাষ করার মতো করে তা সন্ধান করেছে।

তো টানা দুইদিন দুইরাত্রি চরভদ্রাসনের লোকেরা আমজাদ আলীর অনুসন্ধানে রত থাকে। তারা বেতের ঝোঁপ, মুসুরের ক্ষেত, মজা পুকুর কিছুই বাদ রাখে না। হাঁস, মুরগীর খোয়াড় দেখে টেখে তারা কবর খানাও গমন করে। মাটি ধবসে পড় া পুরানো কবর, কিছু নতুন কবর যা ইতিমধ্যেই শেয়ালের দল খুঁড়ে ফেলেছে। খুঁড়ে ফেলেছে তরতাজা হাড় মাংসের লে াভে তাতেও তারা টর্চের আলো ফেলে। কিন্তু আমজাদ আলীর হদিশ কোথাও নাই। সে কিনা বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে! অবশ্য ওরকম খোঁজাখুজিতে ক্লান্তি নামার পূর্বেই চরভদ্রাসনে খবর ভাসে--

'আমজাদ আলীরে পরীত ধইরা নিছে'

'তা কেমতে জানলা?'

'ফুলবানুর ভাই হাযোগালী দেখছে।'

'হাছা নিহি?'

'কই দেখলো!'

‘বট বিরিক্ষের ডাইলে।’
‘হায় হায়! সেই বিরিক্ষি তো পাহাড় সুনাম উঁচা! হের ডাইলে আমজাদ আলী উঠলো কেমতে?’
‘ওঠে নাই’
‘তয়?’
‘পরীয়ে হেরে জোর কইরা বসাইয়া রাখছে।’
এ তথ্য শুনে গ্রমবাসীরা হঠাৎ অধিক তৎপর হয়। তারা চরভদ্রাসনের সবচেয়ে পাকোয়াছ গাছিকে খবর দেয়। মুন্সি বাড়ীর দীর্ঘ মইটা বয়ে আনে এবং তা গাছের সঙ্গে দ্রুত লাগিয়ে দেয়। গাছি তরতরিয়ে গাছে উঠে পড়ে আর মই বেয়ে আরও কিছু লোকজন। এতোটাই দ্রুত এসব ঘটে যে আমজাদ আলী বিহ্বল হয়ে পড়ে।
কিন্তু তা সত্তেও তীব্র আপত্তি তোলে--
‘এখন এইটাই আমার ঘরবাড়ী। আমারে এখান থেকে নামানোর চেষ্টা করলে চরভদ্রাসনে গজব পড়বো’ অবশ্য আমজাদ আলীর এসব হুমকীর তোয়াক্কা কেউ করে বলে মনে হয়না। পরীর খপ্পরে পড়লে কত গাঁজাখোরি কথাই না বলে! এবস কথার সত্যাসত্যই বা কতটুকু? ফলে পাকোয়াছ গাছি তরতরিয়ে আমজাদ আলীর সন্নিকটে পৌঁছায় এবং আমজাদ আলীকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেবে বলে ভয় দেখায়। এবং অবাক কাণ্ড এই কথা কিনা ম্যাজিকের মত কাজ করে! অর্থাৎ আমজাদ আলী মই বেয়ে সুবোধ বালকের মতন মাটিতে নেমে পড়ে।
আমজাদ আলী বাড়ীতে পৌঁছানো মাত্রই ঘটনা ঘটে অন্যরকম। দুইদিন দুইরাত পর স্বামীর দেখা পেয়ে নয়না পাগল হয়ে ছুটে আসে। অথচ নয়নাকে দেখে আমজাদ আলীই কিনা বেহুশ হয়ে পড়ে! অবস্থা এইপ দাঁড়ালে চরভদ্রাসনের লোকেরা হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। তারা ভেবে নেয় আছর করা পরী সহ্য করতে পারছেনা ফলে এই বিপত্তি। চরভদ্রাসনের লোকেরা আমজাদ আলীর মূর্ছা ভাঙালে ফের বিপদ ঘটে। আমজাদ আলী তার সুন্দরী স্ত্রীকে তীব্র ভাষায় গালমন্দ করে। দীর্ঘ সময় প্রবাসে কাটানোর পরও আমজাদ আলীর মুখে ওরকম অশ্রাব্য গালাগাল শুনে সকলে স্তম্ভিত। তারা কোন ভাবেই ঠাহর করতে পারেনা সদ্য বিয়ে করা সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি আমজাদ আলীর এই বিমুখতার কারণ কি? আর নয়না স্বামীর্ হেন আচরণে কেঁদেকেটে ব্যাকুল হয়। আমজাদ আলী নয়নার কান্না দেখে আরও ক্ষেপে ওঠে তখন নয়নাও সমান তালে যুজতে থাকে।
‘তুই দূর হ। তোকে আমি সহ্য করতে পারিনা।’
‘কেন আমি তোমারে কি সমস্যায় ফেলেছি?
‘এখানে সমস্যা টমস্যার কথা না - তোর সঙ্গে আমি আর ঘর করবো না- তোকে আমি তালাক দিব।’
আমজাদ আলীর এই কথা শুনে এবার নয়নাই মূর্ছিত হয়ে পড়ে আর চরভদ্রাসনের লোকদের মন বিষন্ন হয়ে ওঠে। কারণ অমন সুন্দরী স্ত্রীকে কটু কথা বলে কোন পাষাণ পরানে! অবশ্য এসব আমজাদ আলীর মনের কথা নাকি পরীর কথা এই গোলক ধাঁধার সমাধানও জরী হয়ে পড়ে।
চরভদ্রাসনের লোকেরা এখন আমজাদ আলীর বিষয়টি নিয়েই চিন্তান্বিত। ফলে তারা একজন আলেমদার হুজুরের কথাও ভাবে। যিনি পরীধরা ছাড়ানোর তদ্বিরে পটু। এবং আশার কথা যে তেমন একজনের সন্ধান খুব দ্রুত পাওয়া যায়। বুজুর্গ পীর হুজুর বোগদাদী কেবলামুখী শুধু পরী ছাড়ানোর তদ্বিরে পটু তা নয়-তিনি পরীধরা সংক্রান্ত সকল তথ্যও খাশ দিলে বয়ান করতে পারেন। ফলে চরভদ্রাসনের বাতাসে নতুন করে ঢেউ ওঠে। হুজুর বোগদাদীর মিহি কণ্ঠের বয়ান সেই ঢেউয়ের গতিকে বাড়িয়ে তোলে।
‘সে রাতই ছিল চান্নি ঢালা। টগর ফুলের মতন ফকফকা জোছনা ফুট্যাছিল। আমজাদ আলীর গতর হলদি মেন্দীর গন্ধেম াতোয়ারা। আর তার নয়া বউ আড়াই ঘুরানি দিয়া আস্যা ঘুমে বেভোর। কিন্তু যোগান মরদ আমজাদ আলীর চক্ষে ঘুম নাই। চান্নি তারে হাতছানি দিল। তহন আমজাদ আলী ঘর থিক্যা উঠানে। উঠান থেক্যা বাঁশের ঝোঁপ। ঝোঁপ পেলেই ত াল সুপারীর বাগান। তাল সুপারীর আধা আলো আন্দারের মইদ্যে কিনা দুস চোখ ভাইঙ্গা তার ঘুম নামলো। কী যে দশ া তার তহন! সেই বাগানের ভিতরই সে ঘুম যায়। বানেছা তহন আসমান দিয়া উইড়্যা যায় আর পাখনার তলায় কিনা আমজাদ আলী ঘুম যায়! ভেজাল একডা ঘট্যা গেল। তারপর বানেছা আমজাদ আলীরে তুল্যা নিয়া গাছের ডাইলে বস

ায়্যা থুলো.....। হুজুর বোগদাদীর বয়ান শুনে সকলের স্বস্তি। তিনি যখন একবার সব জানতে পেরেছেন তহন আর চিন্তার কিছুই নাই। তাছাড়া হুজুর বোগদাদী গী পেলে সামান্যতম অবহেলাও করে না। তবে চিকিৎসার জন্য তার কিছু ওষুধের প্রয়োজন পড়ে। যেমন ঘানি ভাঙ্গা সর্ষের তেল, কড়া লাল শুকনা মরিচ, কাঠকয়লা, ধূপ ইত্যাদি। আমজাদ আলীর চিকিৎসার জন্য এসব যোগাড় করা হলে চরভদ্রাসনে ফের নতুন ঢেউ ওঠে। তামাশার রকম সকম দেখার অভিলাষে সকলেই আমজাদ আলীর উঠানে উদগ্রীব।

তা ঐ এক উঠান লোকজনের মাঝেই হুজুর বোগদাদী ঘোষণা দিলেন বানেছার কাছ থেকেই সকল বেত্তান্ত জানা যাবে। এখন থেকে আমজাদ আলী যাই বলবে বানেছার মনের কথা! এই ঘোষণার পরপরই বোগদাদী পরী তাড়ানোর তদ্বির শু করলেন। প্রথমত তিনি উঠানের চারপাশে জলন্ত কয়লা ;রখে তাতে ধূপ ছুঁড়ে মারলেন--

'আমার সীমানায় যাতে অন্য পরী ঢুকতে না পারে সেইটার বন্দোবস্ত করলাম'

'এইবার আমি গীর নাক কান দিয়া ঘানি তেল ঢালা মাত্রই গী কথা বলা শু করবে। তয় গী যা যা বলবে তা তার নিজের কথা না। সবই বানেছা পরীর অন্তরের কথা। বানেছা পরী নিজের কথাগুলানই গীর মুখে বলবে।'

হুজুর বোগদাদী গীর নাক কানে ঘানির তেল ঢেলে দিলেন। এবং আমজাদ আলীকে প্রা করতে লাগলেন--

'তুই আমজাদ আলীর উপর সওয়ার হলি কেন?'

'সে চান্নি রাইতে তাল গাছের তলায় ঘুমালো ক্যান?'

'তার মন চালো- সে ঘুমালো। তুই তারে ধরলি ক্যান?'

'আসমান থিক্যা তার উপর আমার নজর পড়লো'

'তয় এইবার তারে ছাইড়া দে। নইলে তোর কপালে খারাপি আছে।'

'না আমি তারে ছাড়তে পারবো না। আমি তারে মন দিছি।'

বোগদাদীর কথায় বানেছা যখন কিছুতেই বশ মানে না তখন তিনি অন্য পন্থা ধরেন। কড়া লাল শুকনা মরিচ কয়লায় পুড়িয়ে আমজাদ আলীর নাকের সম্মুখে আনেন, ফলে আমজাদ আলী বেদম কাশতে থাকে। আমজাদ আলীর সঙ্গে চরভদ্রাসনের লোকেরাও কাশিতে আত্রান্ত হয়। চারপাশে কাশির খকখক শব্দ। আর এমন অবস্থার ভেতর কীনা বানেছা পরী আমজাদ আলীকে ছেড়ে চলে যায়। কখন যায় বা কিভাবে যায় তা কেউ বুঝতে না পারলেও হুজুর বোগদাদী ঠিকই বুঝতে পারেন। এবং তার ভর্ৎসনা শুনে সকলেই তা অনুমান করে মাত্র।

'তুই যদি আর এমুখো হোস তো তোর বাপের নাম আমি ভুলায়া দেবো।'

....চন্দ্রভদ্রাসনের লোকেরা এখন মোটামুটি নিশ্চিন্ত। আমজাদ আলী আর নয়নাও সুখে আছে বলেই অনুমিত হয়। কিন্তু কদিন পর ফের শোরগোল ওঠে- আমজাদ আলী আর নয়নার সংসারে ফের শনি ভর করেছে। চরভদ্রাসনের বাতাসে ফের অস্থিরতা। ফের ফিসফিসানি-- কী? এবার নাকি নয়নাই বেঁকে বসেছে। সে কিছুতেই আমজাদ আলীর সংসারে থ াকবে না। চরভদ্রাসনের সকলেই নয়নাকে মত পরিবর্তন করতে বলে। কিন্তু নয়নার শক্ত গোঁ। ফলে যা ঘটার তাই ঘটে। নয়না চরভদ্রাসন ছেড়ে চলে যায়। আর আমজাদ আলী তখন সকলকে বলে--

'দুশ্চরিত্রা নারী-- সে মনে করে আমি কিছু জানি না। পুরানা প্রেমের টানেই তার এমনতর মতিভ্রম। পুরানা প্রেমিকের ক াছেই সে পুনরায় ফিরা গ্যাছে।'

কিন্তু চরভদ্রাসনে ততদিন নানান খবর ভাসে। আমজাদ আলী শ্বশুর বাড়ি থেকে ফেরার পথে নয়নার প্রেমিক নাকি তাকে হুমকি দেয় ফলে ঐ পরীকাহিনীর উদ্ভব। কিন্তু যা সবাই অতি মন দিয়ে শোনে- তা হলো আমজাদ আলীর পুষাঙ্গের দুর্বলতা বিষয়ক খবর। চরভদ্রাসনের লোকেরা ততদিনে আরও শোনে আমজাদ আলী নাকি একেবারেই পুষত্বহীন! ফলে নয়না বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করেছে। এতসব কিস্‌সা কাহিনীর ভেতর কোনটা যে সঠিক বলা মুশকিল। তবে আশর্চ্য হলেও যা সত্যি- তা হলো তার পরের বছর চরভদ্রাসনে পরীধরা পুষের সংখ্যা আরো দ্বিগুণ বেড়ে যায়...।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com